সার্ক সীড কংগ্রেস ও মেলা ২০১১ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, রবিবার, ২৭ চৈত্র ১৪১৭, ১০ এপ্রিল ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

কূটনীতিকবর্গ,

বীজ খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ,

সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

সার্ক সীড কংগ্রেস ও মেলা ২০১১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভাল ফলন পাওয়ার ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন বীজ ও উপযুক্ত জাতের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ১৫ থেকে ২০ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আমি আশা করি এই সীড কংগ্রেস এবং মেলার মাধ্যমে সার্ক দেশেসমূহের বীজ উৎপাদনকারীগণ পারস্পরিক অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের সুযোগ পাবেন। এরফলে এ অঞ্চলের দেশগুলো উপকৃত হবে।

গত বছর থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কৃষিক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আমি আঞ্চলিক সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করি।

সার্ক সদস্যভুক্ত দেশগুলো এই সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। সার্ক সীড ব্যাংক এ অঞ্চলে খাদ্য ও কৃষিপণ্য ঘাটতি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

সুধিবৃন্দ,

কৃষি এ অঞ্চলের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক। জিডিপিতে কৃষির অবদান কিছুটা কমলেও কৃষি আমাদের সবচেয়ে বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। আমাদের শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক কৃষিতে নিয়োজিত। তাছাড়া, শিল্পের বেশির ভাগ কাঁচামালও আসে কৃষি থেকে।

কৃষিখাত দেশের একমাত্র বৃহৎখাত যা মানুষের আয়, কর্মসংস্থান, খাদ্য উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখছে।

কাজেই কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং গোটা বিশ্বে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সবার জন্য চাহিদামত খাদ্যপ্রাপ্তির বিষয়টি ক্রমাগতভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ছে।

আমাদের দেশের কথাই যদি ধরি, স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা ছিল মাত্র মাত্র সাড়ে সাত কোটি। সেই জনসংখ্যা বেড়ে এখন দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে।

পক্ষান্তরে জমির পরিমাণ কিন্তু বাড়েনি। হয়তো আগে কিছু জমি পতিত থাকত। এখন সেখানে চাষাবাদ হচ্ছে। শিল্পায়ন, বসতবাড়ি নির্মাণ, নদী ভাঙন প্রভৃতি কারণে প্রতি বছর আমাদের প্রায় ১ লাখ হেক্টর জমি ফসল চাষের আওতা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্কুচিত হচ্ছে আবাদী জমির পরিমাণ। সেজন্য আমাদের কম জমিতে বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে হবে।

বিগত ৪ দশকে বিভিন্ন ফসলের বিশেষ করে ধানের উৎপাদন বেড়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। এটা সম্ভব হয়েছে উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবনের ফলে। তবে, এই ফসল উৎপাদন করতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে অনবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে।

সার তৈরি এবং সেচের জন্য আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৬০ ভাগ কৃষি খাতে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত সেচের জন্য ভুগর্ভস্থ পানির ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

উন্নত বীজ, প্রযুক্তি এবং কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি করতে হবে। তবে এসব গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

আমাদের ঐতিহ্য, জীববৈচিত্র, কৃষক এবং পরিবেশ সবকিছুকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। ভাল বীজ মানে শুধু বেশি ফলন দেয়, তা নয়। ভাল বীজ সেগুলো, যেগুলো থেকে ফসল ফলাতে কম পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার হয়। কম বালাইনাশক লাগে। কৃষক-বান্ধব হয়। টেকসই হয় এবং সর্বোপরি আমাদের জীববৈচিত্রের এবং পরিবেশের ক্ষতি করে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের বেশির ভাগ চাষীই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। প্রযুক্তি প্রয়োগের সময় তাঁদের স্বার্থের কথাটি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রাখতে হবে।

এমন কোন প্রযুক্তি চালু করা ঠিক হবে না, যা আমাদের ক্ষুদ্র ও প্রামিত্মক চাষীর অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়।

এক সময় আমাদের দেশে হাজার হাজার প্রজাতির ধান ছিল। স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে সেগুলো ছিল বৈচিত্রময়। ফলন কম হওয়ায়, সময়ের বিবর্তনে সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। এসব প্রজাতিকে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতিতে রূপান্তর করা যায় কিনা, কৃষি বিজ্ঞানীদের সে দিকটা ভেবে দেখার আহবান জানাচ্ছি।

এসব ধানের প্রজাতি যাতে একেবারে হারিয়ে না যায়, সেজন্য এগুলোর জিন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি এগুলোর মেধাস্বত্ব যাতে অন্যের হাতে চলে না যায়, সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

আমরা পাটের জিনম সিকোয়েন্স আবিস্কার করেছি। এরফলে পাটের মেধাস্বত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দাবী অনেকটাই জোরালো হয়েছে। পাটের উন্নয়ন এবং বহুমূখী ব্যবহারের সম্ভাবনার ক্ষেত্র আমাদের সামনে খুলে গেছে।

নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের ফলে বীজের উপর আর কৃষকের অধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। এ সুযোগে অতি মুনাফার লোভে বীজকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। মেয়াদোত্তীর্ণ কিংবা নিম্নমানের বীজ সরবরাহ করে কৃষককে প্রতারিত করা হচ্ছে।

এতে শুধু সংশ্লিষ্ট চাষীরই ক্ষতি হয় না, গোটা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ একবার বীজ বোনার পর ফসল না হলে, সে ক্ষতি আর পুষিয়ে নেওয়া যায় না। বীজ ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে। এসব মোকাবিলা করা কোন একক দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই গত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আমি সার্ক সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছিলাম।

সার্ক সীড ব্যাংক এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে মানসম্পন্ন ও উন্নত জাতের বীজের আদান-প্রদান সম্ভব হবে। জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ, জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত ও শস্যের বহুমাত্রিক ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

সার্ক সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে সদস্যভুক্ত দেশসমূহের বীজ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান ও আইন-কানুনে সমতা আনা সম্ভব হবে। ফলে বীজ ও জার্মপ্লাজম আদান-প্রদান সহজতর হবে।

আশা করি সার্ক সীড ব্যাংক তার কার্যক্রম শিগগিরই শুরুর মাধ্যমে আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখনই কৃষি এবং কৃষকের উন্নয়নে কাজ করেছে।

স্বাধীনতার পর পরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষি বিপ্লবের ডাক দেন। দেশে নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি প্রচলনে উৎসাহিত করেন।

কৃষি গ্রাজুয়েটদের চাকুরি ২য় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। বঙ্গবন্ধু কৃষকের উন্নতি ও মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমেই সোনার বাংলা গড়ার সূচনা করেছিলেন।

দীর্ঘ ২১ বছর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে আমাদের সরকারের অর্জনগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করে কৃষিকে পরমুখাপেক্ষী করে তোলে।

এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর আবার আমরা সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যেমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এজন্য দায়িত্ব নেওয়া এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা নন ইউরিয়া সারের দাম হ্রাস করি। গত দুই বছরে আরও দুবার অর্থাৎ মোট তিনবার আমরা সারের দাম কমিয়ে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছি।

আমরা যখন দায়িত্ব নেই তখন ডি.এ.পি সারের কেজি প্রতি খুচরা মূল্য ছিল ৮৫-৯০ টাকা, টিএসপি ৭০-৮০ টাকা এবং এমওপি সার ৬৫-৭০ টাকা।

বর্তমানে প্রতি কেজি ডি.এ.পি ২৫ টাকা, টিএসপি ২০ টাকা এবং এমওপি কেজিপ্রতি ১৩ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

সার বিতরণ ও কৃষকদের সারপ্রাপ্তি সহজতর করে ইউনিয়ন ভিত্তিক পাইকারী সার ডিলার ও খুচরা সার বিক্রেতা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কৃষককে আর সার সংগ্রহ করতে বিড়ম্বনা পোহাতে হয় না। অথচ সার চাওয়ার জন্য বিএনপি সরকার ১৯৯৪ সালে ১৮ জন কৃষককে হত্যা করেছিল।

সেচ কাজে কৃষকদের সহায়তা প্রদানে ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ২ টাকা কমানো হয়েছে। এছাড়া সেচকাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলের ওপর ২০ শতাংশ রেয়াত প্রদান করা হচ্ছে।

২০০৯-১০ সালে বোরো ধানে ডিজেল চালিত সেচ যন্ত্রে ডিজেলে নগদ সহায়তা হিসেবে মাঝারি কৃষককে ১০০০ টাকা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ৮০০ টাকা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। কৃষকদেরকে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সারাদেশে ১ কোটি ৮২ লাখ কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড দেওয়া হয়েছে।

কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি ও কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তি সহজতর করা হয়েছে। এবছর ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। প্রকৃত বর্গা চাষীগণকেও ঋণের আওতায় আনা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

সব কিছুর আগে মানুষের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি অত্যন্ত জরুরি। কারণ আমদানি করে ১৫ কোটি মানুষের খাদ্যের চাহিদা মেটানো যাবে না।

তাছাড়া, বিরূপ আবহাওয়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাদ্য উৎপাদন কমছে। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের দাম মাঝেমধ্যেই অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করতে না পারলে এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। সে জন্য যে কোন মূল্যেই আমাদের খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পুর্ণতা অর্জন করতে হবে।

উন্নতমানের বীজ এ লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। আমি এ অঞ্চলের কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভিদ কৌলিতাত্বিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের আহবান জানাচ্ছি। পাশাপাশি দেশীয় জাতসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার আহবান জানাই।

এই বীজ মেলা এ অঞ্চলের কৃষি বিজ্ঞানী, বীজ উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীদের একই প্লাটফর্মে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

আমি আশা করি পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আপনারা এ অঞ্চলের খাদ্য ঘাটতি মোকাবিলায় কার্যকর কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম হবেন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সার্ক সীড কংগ্রেস ও মেলা ২০১১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....